Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইনুন নাহার

রোলঃ ২৩১০০১২০৬০৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইনুন নাহার
রোলঃ ২৩১০০১২০৬০৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আইনুন নাহার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৬০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আইনুন নাহার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৬০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

১: রমাদান মাস বরকতময়

২: রমাদানের দান

৩: গুনা মাফের ভালো সময়

৪: কুরআন ও হাদীসে দান

৫: বরকত ও রহমত মাস

৬: জান্নাত লাভ

৭: বিপদ থেকে রক্ষা করে

৮: সম্পদের সুরক্ষা দেয়

৯: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি

১০: মানুষের হক

১১: গোপন দান

রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও ফযীলত

মাহে রমজান মানুষকে দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা ও মহত্বের শিক্ষা দেয়। কোনো প্রকার অপচয় না করে রোজার মাসে মানুষের সেবায় দান-সদকা করলে অভাবক্লিষ্ট মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

রমাদান মাসে দানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

১: অর্থ:তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দিন, যে ধন-সম্পদই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।" (সূরা বাকারা: ২১৫)
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, নফল সাদাকা বা দান করার ক্ষেত্রে প্রথম হকদার হলো নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অসহায় ও মুসাফিরগণ। অর্থাৎ, নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে দূরে দান করার চেয়ে তাদের প্রয়োজন মেটানো বেশি সওয়াবের কাজ.
আয়াতে বর্ণিত মূল শিক্ষা:
দানের মধ্যয় আমরা কার্পণ্য করবো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবই দেখেন ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২:অর্থ:"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মাল এবং প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা উৎপন্ন হলো। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় (মহাদানশীল), সর্বজ্ঞ"। সূরা বাকারা(২৬১)।-
আয়াতে বর্ণিত মূল শিক্ষা:

- সাদাকাহর অশেষ পুণ্য: আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তা ৭০০ গুণ (১ \(\times \) ৭ \(\times \) ১০০) বা তার চেয়েও বেশি আকারে বৃদ্ধি পেয়ে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন।
- ব্যয়ের ক্ষেত্র: এই ফযীলত জিহাদসহ ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা সম্পদের জন্য প্রযোজ্য।
- আল্লাহর গুণাবলী: আল্লাহ প্রাচুর্যময় (মানুষের দানে তাঁর সম্পদ কমে না)
-

:اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ ◌َ

৩: অর্থ:"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"সূরা বাকারা (২৭৪)

মূল শিক্ষা:

- দানশীলতা: এই আয়াতে যারা সব সময় এবং সব অবস্থায় (গোপনে বা প্রকাশ্যে) আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।
- নিয়ত: খাঁটি নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করতে হবে, লোক দেখানোর জন্য নয়।
- পুরস্কার: যারা এভাবে দান করে, আল্লাহ তাদের প্রতিদান নিজে দেবেন এবং পরকালে তাদের
- কোনো ভয় বা দুঃখ তাকবে না ।
-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْ ﴾

৪: অর্থ:"বলুন, ‘নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) তা সংকীর্ণ করে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দান করবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা। সূরা সাবা (৩৯)।

মূল শিক্ষা:

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, রিযক বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে। তিনি আরও বলছেন যে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যে অর্থ বা সম্পদ ব্যয় (দান) করে, তার প্রতিদান তিনি অবশ্যই দেবেন। কারণ, তিনিই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

৪: অর্থ:আর আমি তোমাদেরকে যে রিজক দিয়েছি, মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। অন্যথায় মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরও কিছুদিনের অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'"সূরা আল মুনাফিকুন (১০)

মূল শিক্ষা:ব্যয় করার অর্থ, যাকাত আদায় করা এবং অন্যান্য কল্যাণকর পথে দান করা হাদীস উল্লেখ আছে:

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেনঃ "যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে- অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি আরও বললেনঃ "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না। যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বলঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় করা।" [বুখারী: ১৩৫৩, মুসলিম

পবিত্র কুরআনের ৭৬তম অধ্যায় সূরা আল-ইনসান (বা আদ-দাহর)-এর ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল বান্দাদের নিঃস্বার্থ দান ও তাদের মহৎ মানসিকতার সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

সূরা আল ইনসান ৮ ও ৯ নং:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً

৫: অর্থ: আর তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও (বা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে) মিসকীন, এতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

অর্থ: তারা বলে, 'আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।'

তাফসীরে ইবনে কাছীর-এ বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে মানত পূরণের উদ্দেশ্যে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। একবার হযরত ফাতেমা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে আলী (রা.) জনৈক ইহুদির কাছ থেকে কিছু যব ধার করেন। সেই যব থেকে আটা পিষে রুটি তৈরি করা হয়। ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে একজন মিসকিন (দরিদ্র), এরপর একজন এতিম এবং সর্বশেষ একজন যুদ্ধবন্দী এসে খাবার প্রার্থনা করলে, তারা নিজেদের সম্পূর্ণ খাবার ঐ অসহায় মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দেন এবং নিজেরা শুধু পানি দিয়ে ইফতার করেন।

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ -وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

৬:অর্থ: সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।

অর্থ: এবং সে মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) অন্নদানে উৎসাহিত করে না। সূরা আল-১-৩)

সাহায্য ও সহানুভূতির গুরুত্ব: দরিদ্র, অনাথ ও অসহায়দের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া দেখানো ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي .يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْ
ْ

৬.মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না।তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী?

(তা হচ্ছে) দাসমুক্তি।(তা হচ্ছে) দাসমুক্তি।নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে,দারিদ্র-ক্লিষ্ট মিসকীনকে। বালাদ (১১-১৬)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

৭.এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। সূরা আল হাদিথ(১১)

এখানে 'উত্তম ঋণ' (করযে হাসানা) বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ সম্পদ থেকে দান বা খরচ করাকে বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে দান করে, আল্লাহ তার এই দানকে নিজ দায়িত্বে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আখিরাতে এর বহুগুণ সওয়াব বা পুরস্কার প্রদান করেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"

৮."যাকাত তো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, তাদের জন্য; এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (জিহাদ বা কল্যাণে) এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" সূরা আত্তাওবা (৬০)
যাকাত একটি নির্ধারত দান যা ফরজ ইবাদত ।যা কখনো বাদ দিতে পারে না সম্পদ অর্জন কারে।
আল্লাহর পথে দান ও ব্যয় করাকে আরবীতে।

রমাদানে মহিলাদের দান-সদকা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফজিলত সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। নারীদের সাংসারিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকায়, তারা চাইলে সহজেই গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।
করণীয়:

- ৭০ গুণ সওয়াব: রমাদানে প্রতিটি ভালো কাজের নেকি ৭০ গুণ বেড়ে যায়। ফলে, একজন মহিলা রমজানে সামান্য দান করেও অন্য সময়ের তুলনায় ৭০ গুণ বেশি সওয়াব পেতে পারেন।

- দানশীলতা বৃদ্ধি: রাসূলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসে প্রবাহিত বাতাসের মতো দান করতেন। নারীরাও এই সুন্নত অনুসরণে তাদের সম্পদ থেকে বেশি বেশি দান করতে পারেন।
- ইফতার করানো: অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের ইফতার করানো রমজানে একটি বড় সওয়াবের কাজ। নারীরা ঘরে তৈরি খাবার বা ইফতার সামগ্রী দরিদ্র প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এই সওয়াব অর্জন করতে পারেন।
- আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার: দানের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- সাদকা-ফিতরা আদায়: রমাদানে ফিতরা, যাকাত এবং সাধারণ দান-সদকার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের পাপ মোচন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারেন।
- সাংসারিক স্বচ্ছলতা ও বরকত: দান-সদকা সম্পদ কমায় না, বরং বরকত বৃদ্ধি করে।
- মাহে রমজান মানুষকে দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা ও মহত্বের শিক্ষা দেয়। কোনো প্রকার অপচয় না করে রোজার মাসে মানুষের সেবায় দান-সদকা করলে অভাবক্লিষ্ট মানুষের কল্যাণ হয় এবং মানবতা উপকৃত হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করুন, (নেকির পথে) তাদের এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। (সুরা তওবা : ১০৩)।
- রমজানে দানের আধিক্যরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবকুলের মধ্যে সর্বাধিক উদার ও দানশীল ছিলেন। রমজান মাসে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়মিত আসতে শুরু করতেন, তখন তার দানশীলতা বহুগুণ বেড়ে যেত। (বোখারি)। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে কাউকে অধিকতর দয়ালু দেখিনি।' (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের হাত এতটা প্রসারিত ছিল যে, সকালবেলা যদি ওহুদ পরিমাণ সম্পদও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাখা হয়, আমার মনে হয়, মাগরিব আসার আগেই তিনি সব দান করে শেষ করে ফেলবেন। (বোখারি ও মুসলিম)।

- রমজান মাসে দানে ৭০ গুণ বেশি সওয়াবরমজানে প্রতিটি ভালো কাজের নেকি ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ মাসে যত বেশি দান-সদকা করা যাবে, তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় উম্মতকে রমজান মাসে বেশি পরিমাণে দান করতে উৎসাহিত করতেন। রমজান মাসে একটি নফল আমল ফরজের মর্যাদায় সিক্ত। সে হিসেবে রমজান মাসে আমাদের প্রতিটি দান-সদকাই ফরজ হিসেবে আল্লাহতায়ালার কাছে গণ্য। দান-সদকার এমন ঈর্ষণীয় ফজিলত অন্যান্য মাসে কখনোই পাওয়া যাবে না। শুধু রমজানেই এই অফার সীমাবদ্ধ।
- দানকারীর তুলনাযারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা হলো একটি শস্য বীজ; তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে করেন, বর্ধিত করে দেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, মহাজ্ঞানী।’ (সুরা বাকারা : ২৬১)। তাই যারা গরিব, অসহায়-নিঃস্ব, তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী দান করা চাই। সামর্থ্য থাকলে কোনো এক হতদরিদ্র পরিবারের এক মাসের সেহরি ও ইফতারের দায়িত্ব নিতে হবে। এতে অঢেল সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি রমজান মাসের পবিত্র ভাব-গাম্ভীর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ঈদে প্রতিবেশী কিংবা চেনা-জানা কোনো গরিবকে একটি নতুন জামা উপহার দেওয়া চাই। ফুটপাতে বসবাসকারী কোনো শিশুর মুখে হাসি ফোটানো কর্তব্য।
- দান হবে গোপনেরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যারা গোপনে দান করবেন, মহান আল্লাহ কঠিন কেয়ামতের দিন তাদের আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।’ (বোখারি)। কাজেই দান-সদকা ও অসহায়কে সহযোগিতা করার বিষয়টি সামর্থবান ও বিত্তশীলদের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এতিম, মিসকিন, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক, মুসাফির ও অসহায়দের প্রতিও তাদের দায়িত্ব অপরিসীম। অন্তত পবিত্র মাস রমজানে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করা ও তাদের প্রাপ্য আদায় করা জরুরি।
- দানের পুরস্কাররাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাবে, আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতে সবুজ রেশমি কাপড় পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্তকে আহার করাবে,

আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে, আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতের পবিত্র শরাব পান করাবেন।' (সুনানে আবি দাউদ)।

- দানে রিজিকে বরকত হয়দান-সদকা রিজিকে বরকত এনে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনও ধ্বংস হবে না। যাতে আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণ দেন। তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশি দেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী।' (সুরা ফাতির : ২৯-৩০)।
- ইফতার ও সেহরি করানোএকবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ কোনটি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অপরকে খাওয়ানো।' রমজানে আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সানন্দে সেহরি-ইফতার শেয়ার করতে পারি। এতে সওয়াব যেমন হবে, তেমনি সবার মাঝে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। আর অনেক গরিব-দুঃখী আছেন, যারা সেহরি ও ইফতারে সামান্য খাবারও জোগাড় করতে হিমশিম খান। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমজানে তাদের দুঃখটা খানিক বেড়ে যায়। এ ধরনের মানুষকে ইফতার ও সেহরি করানোর মাধ্যমে অজস্র সওয়াব লাভ করতে বলেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানি (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার (রোজাদারের) অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে; তবে রোজাদারের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হবে না।' (তিরমিজি)।

তাই, রমজানে নারীরা যেন তাদের মূল্যবান সময় অহেতুক গল্প-গুজবে নষ্ট না করে, বরং বেশি বেশি দান-সদকা ও ইবাদতের মাধ্যমে সময় কাটান, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিছু নিয়ম-নীতি থাকে আর দান-সদকার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় কিছু নিয়ম-প্রণালী রয়েছে। যেমন—

১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করা। এতে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে জড়িত না থাকা।

২. পবিত্র অর্থ দান করা। কেননা আল্লাহ নিজে পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

৩. নিয়মিত দান করা যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। এটি আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল।

৪. প্রশস্ত মনে, উদার চিত্তে সওয়াবের নিয়তে দান করা।

৫. রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় অভাবীদের দান করার সওয়াব দ্বিগুণ। এতে দান ও আত্মীয়তা রক্ষার সওয়াব পাওয়া যায়।

৬. বেশি অভাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। (যদিও বিশেষ প্রয়োজন ও জরুরি দরকার হলে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা জরুরি নয়।)

৭. গোপনে দান করা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, গোপনে এমনভাবে দান করতে হবে যে যেন ডান হাত দান করলে বাম হাত জানতে না পারে। এভাবে গোপনে দানকারীকে মহান আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন। তবে কেউ তাকে দান করতে দেখলে উৎসাহিত হবে বা অন্যরাও এগিয়ে আসবে এই নিয়তে প্রকাশ্যে দান করা জায়েজ আছে।

৮. যদি জানা যায়, যাকে দান করা হবে তার হাতে অর্থ গেলে সে তা হারাম ও গুনাহের কাজে ব্যয় করবে, তাহলে তাকে দান করা জায়েজ নেই।

৯. বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য পূরণের নিয়তে মাজার, কবর, মৃত ব্যক্তি বা কোন মন্দিরে দান করা জায়েজ নেই।

১০. দ্বিনি প্রতিষ্ঠানে দান করার ক্ষেত্রে সেসব প্রতিষ্ঠানে দান করা উচিত, যেখানে তাওহিদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে শিরক-বিদআত শেখানে হয় সেগুলোতে দান করা হারাম। কারণ তাতে শিরক-বিদআত চর্চায় সহায়তা করা হয়।

১১. নিজের প্রিয় জিনিস দান করা অধিক সওয়াবের।

১২. পিতামাতা বা অন্যান্য মৃত মুসলিমদের পক্ষ থেকে দান-সদকা করা জায়েজ। এতে তারা কবরে থেকেও সওয়াব লাভ করে। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ দান করা উত্তম, যা দ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন উপকৃত হয়। যেমন—জায়গা-জমি ওয়াকফ করা, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা, দরিদ্র দ্বিনি শিক্ষার্থীদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, পোশাক, বই-পুস্তক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এগুলো সব সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

১৩. সারা বছর দান করা যায়। তবে রমজানে বেশি পরিমাণে দান করা সুন্নত। কারণ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) এ মাসে 'প্রবহমান বাতাস' এর চেয়ে বেশি দান করতেন।

২৪. সমাজের অভাবী লোকদের খোঁজ নিয়ে তাদের বাড়িতে দানের সামগ্রী গোপনে পৌঁছে দেওয়া উত্তম। কারণ এ ধরনের মানুষ অভাবে কষ্ট পায়; কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারে না।(রেফারেন্স অনলাইন)

নিকট আত্মীয়দের দান করার প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- দ্বিগুণ সওয়াব ও বরকত: হাদিস অনুযায়ী, কোনো সাধারণ মিসকিন বা দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করলে একটি দানের সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু নিকট আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়—একটি হলো দান করার সওয়াব এবং অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার সওয়াব।
- আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া: দান ও উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বের অবসান ঘটে। এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।
- সামাজিক সুরক্ষা ও দায়বদ্ধতা: সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা সবার আগে। নিজের ভাই-বোন, চাচা-ফুফু বা অন্যান্য রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়রা অভাবে থাকলে সবার আগে তাদের পাশে দাঁড়ানো একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। এতে পরিবারের ভেতরেই দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হয়।
- পারিবারিক ও মানসিক শান্তি: আত্মীয়দের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ালে পরিবারের সবার মধ্যে একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি হয়, যা মানসিক শান্তি ও পারিবারিক ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- শত্রুতা দূর করার উপায়: কোনো কোনো আত্মীয় হয়তো আপনার সাথে ভালো আচরণ করে না বা শত্রুতা পোষণ করে, কিন্তু তাদেরকে দান করলে তাদের মনের বিদ্বেষ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্মেও বাইরে দান করার আগে নিজের রক্তসম্পর্কিত ও অভাবী আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের বাদ দিয়ে দূরের কাউকে সাহায্য করা হলে আত্মীয়তার হক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দানের শর্ত্ব সমুহ:

১. সম্পদ পবিত্র ও হালাল হতে হবে

দান করতে হবে হালাল ও পবিত্র সম্পদ থেকে। হারাম অর্থ আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা যা উপার্জন করো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় করো। (সুরা বাকারা: ২৬৭)

২. দান শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

দান করতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া লোক দেখানো, সম্মান অর্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দান করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান-খয়রাত করো। (সুরা বাকারা: ২৭২)

৩. সদকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের সদকা দেওয়া

নিজের জ্ঞান ও সাধ্য অনুযায়ী সদকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের সদকা দান করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষ কী ব্যয় করবে—এ বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলে দাও, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুরা বাকারা: ২১৬)

৪. সদকার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা না থাকা

লোক দেখানো দান কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, (আল্লাহ অপছন্দ করেনে তাদেরকে) যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ইমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিনের প্রতি আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী হিসেবে কতইনা নিকৃষ্ট সে! (সুরা নিসা: ৩৮)

৫. সদকা করার পর খোঁটা ও কষ্ট না দেওয়া

সদকা করার পর সদকা গ্রহণকারীকে খোঁটা দিলে বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দিলে সদকার সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় যেমন আমরা ওপরে উল্লিখিত একটি আয়াতে পেয়েছি। আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ইমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে ওই ব্যক্তির মতো নিজেদের দান বিনষ্ট কোরো না যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে না। (সুরা বাকারা: ২৬৪

৬. উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে

সদকা পূর্ণ সওয়াব পেতে ভালো ও উৎকৃষ্ট বস্তু সদকা করা উচিত যে বস্তর প্রতি অনাগ্রহের কারণে নয়, বরং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, তোমরা নিজেরা যা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (সুরা বাকারা: ২৬৭)

রাসুল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবিরা ছিলেন বড় দানবীর। তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, অভাবীদের অভাব দূর করতে ও ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করতে দান করতেন। সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দানের প্রতিযোগিতায় তারা ছিলেন অগ্রগামী।

আবু বকর (রা.)-এর দানশীলতা : যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসুল (সা.) তাবুক যুদ্ধের সময় দান-সদকা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় আমার সম্পদও ছিল। ভাবলাম, যদি কোনোদিন আবু বকর (রা.)-কে অতিক্রম করে যেতে পারি, তাহলে আজই সেই সুযোগ।

ওমর (রা.) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। আর আবু বকর (রা.) ঘরের ঝাড়ু, চুলার ছাই থেকে নিয়ে ঘরের সব মালামাল গাট্টি বেঁধে নিয়ে এলেন। যখন আমাদের উভয়ের মাল রাসুল (সা.)-এর সামনে রাখা হলো, তখন দেখা গেল, আমার মাল অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, আর আবু বকর (রা.)-এর মাল খুবই কম।

তখন আমি খুব খুশি হলাম। কেন না, আজকের দানের ব্যাপারে আমি জিতে গেছি। কিন্তু না, রাসুল (সা.) সবকিছুই জানতেন। তাই তিনি জানতে চাওয়ার ধরন পাল্টে দিলেন। বললেন, ‘ওমর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?’ বললাম, ‘এর সমপরিমাণ সম্পদ।’ এরপর বললেন, ‘আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?’ বললেন, ‘তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-কে রেখে এসেছি।’ এমন উত্তর শুনে ভাবলাম, আমি হয়তো কখনও আবু বকর (রা.)-কে অতিক্রম করতে পারব না। (তিরমিজি : ৩৬৭৫)।

ওমর (রা.)-এর দানশীলতা : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ওমর (রা.) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন।

তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসুল (সা.)-এর কাছে এলেন। বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি খায়বারে এমন ভালো কিছু জমি লাভ করেছি, যা এর আগে আর কখনো পাইনি। সুতরাং, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী বলেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'তুমি চাইলে জমি ওয়াকফ করে উৎপাদিত ফসল সদকা করতে পার।'

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ওমর (রা.) এ শর্তে তা ওয়াকফ করেন যে, তা বিক্রি ও দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারীও হবে না। তিনি জমি থেকে উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য খরচ করেন। (বোখারি : ২৭৩৭)।

ওসমান (রা.)-এর দানশীলতা : আবদুর রহমান (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, ওসমান (রা.) অবরুদ্ধ হলে তিনি সাহাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসুল (সা.) বলেছিলেন, 'যে ব্যাক্তি রুমার কুপটি খনন করে দেবে, সে জান্নাতি।' আর আমি তা খনন করে দিয়েছি।

আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের সেনাদের সামগ্রীর ব্যাবস্থা করে দেবে, সে জান্নাতি।' আমি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, 'সাহাবিরা তার কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন।' (বোখারি : ২৭৭৮)।

কোরআনের বাণী- 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একমাত্র মহান রবের জন্য নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো; যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।' (সুরা বাকারা : ২৬১)। এ আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ঘটনা আছে। তা হলো, আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ শুরু হয়।

খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কঠিন আকার ধারণ করে। সে সময় ওসমান (রা.)-এর প্রায় এক হাজার মণ গমের একটি চালান বিদেশ থেকে মদিনায় পৌঁছে। শহরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী ওসমান (রা.)-এর কাছে এলেন। তারা তার সব গম ৫০ শতাংশ লাভে কেনার প্রস্তাব দিলেন। সেই সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগনের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এ গম কিনতে চায়। ওসমান (রা.) বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পার, তবে আমি দিতে পারি। কেননা, অন্য একজন আমাকে সাতশত গুণ দিতে চেয়েছেন।' ব্যবসায়ীরা বলল, 'চালান মদিনায় আসার পর তো আমরাই প্রথম এলাম আপনার

কাছে। তাহলে সাতশত গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিয়েছে?' বললেন, 'এ প্রস্তাব আমি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি। আমি এ চালানের সব গম বিনামূল্যে গরিবদের মাঝে বিতরণ করব। এর বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা আমাকে সাতশত গুণ বেশি পুণ্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' তখন ওসমান (রা.) কোরআনের উল্লিখিত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আল্লাহর পথে দানের ক্ষেত্রে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন অনন্য। সম্পূর্ণ খালি হাতে তিনি মদিনায় এসেছিলেন। মদিনায় আসার দ্বিতীয় দিন থেকেই তিনি কায়নুকার বাজারে ঘি আর পনির দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি একজন সেরা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। হজরত উসমান (রা.)–এর পর সাহাবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে ধনী। অথচ সম্পদের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। আল্লাহর পথে ও মানবকল্যাণে অকৃপণ হাতে সম্পদ ব্যয় করতেই তিনি আনন্দ পেতেন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) যখন মক্কায় যেতেন, তাঁর আগের বাড়িঘরের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাড়িঘরের প্রতি আপনি এত নাখোশ কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'ওগুলো তো আমি আমার আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছি।' হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন তাকওয়াবান। নবম হিজরিতে তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে সংকটময় পরিস্থিতিতে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) আট হাজার দিনার রাসুল (সা.)–এর হাতে তুলে দেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) সঙ্গেই প্রিয় মাতৃভূমিতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। হজরত আবু বকর (রা.)–এর খিলাফতকালে যে আটজন বিশিষ্ট সাহাবিকে ফতোয়া ও বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান (রা.)–ও ছিলেন। হজরত ওমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর আগে খিলাফতের আমির হওয়ার মতো যোগ্য ছয়জন সাহাবির নাম বলে গিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। হজরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এক বক্তৃতায় বলেন, যারা ফিকাহ সম্পর্কে জানতে চায়, তাঁরা যেন আবদুর রহমান ইবনে আউফের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ৪০ হাজার দিরহাম বা ৫৫,৬০,০০০ টাকা ছিলো (দিরহামের আজকের বাজার মূল্য ১৩৯ টাকা হিসেবে)। আর হিজরতের সময় ৫ হাজারের বেশি ছিল না। বাকি সব দিরহাম তিনি ইসলামের সাহায্যে এবং মুসলমান গোলাম কিনে আযাদ করার পেছনে ব্যয় করেছেন। [ইবনে সাইদ সূত্রে তারিখুল খুলাফায় বর্ণিত]

অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। সুবহান আল্লাহ।
রুমা কূপ মদিনার সুপেয় পানি সরবরাহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে অর্থাৎ ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৫০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কর্জ নিয়েছিলেন যা পরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

তাবুক যুদ্ধে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ দান করে দিয়েছিলেন। ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়ার পাশাপাশি ১০ হাজার দিনার দান করেছিলেন তিনি। (১ দিনার এর স্বর্ণের আজকের বাজার মূল্য ১৫৩৩১ টাকা) ১০ হাজার দিনার অর্থাৎ ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।
সবচেয়ে ধনী মুসলিম সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবুক যুদ্ধে ৮ হাজার দিনার দান করেন। অর্থাৎ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তিনি তার একটি জমি ৪০ হাজার দিনারে অর্থাৎ প্রায় ৬১ কোটি টাকায় বিক্রয় করেন এবং পুরো অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন।
দান বিফলে যাবে :
কারোর প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করে অথবা তাকে কোন কিছু দান করে অতঃপর তা উল্লেখ পূর্বক খোঁটা দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। এমন কান্ড করলে উক্ত দান বা অনুগ্রহের কখনোই কোন সাওয়াব মিলবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاللهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ»

‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-সাদাকা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট করো না সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য উপরন্তু সে

আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরকালেও বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের ন্যায় যার উপর কিছু মাটি জমেছে অতঃপর ভারি বর্ষণ হয়ে সে মাটি সরে গিয়ে শুষ্ক মসৃণ হয়ে গেলো। তারা যা অর্জন করেছে তা আর কিছুই পেলো না। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না''। (বাক্বারাহ্ : ২৬৪)
যে ব্যক্তি কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
আবূ যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَـهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الْـمُسْبِلُ، وَالْـمَنَّانُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: الْـمَنَّانُ الَّذِيْ لَا يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْـمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْـحَلِفِ الْكَاذِبِ.

''তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলো তিন বার বলেছেন। আবূ যর (রাঃ) বলেন: তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী''। (মুসলিম

আল্লাহর পথে দান ও ব্যয় করাকে আরবীতে 'ইনফাক কী সাবিলিল্লাহ' বলে। আরবী ইনফাক শব্দটি 'নাফক' মূলধাতু হতে উৎপন্ন হয়। আরবী নাফক শব্দের অর্থ সুড়ঙ্গ। যার উভয় মুখ খোলা। অর্থাৎ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হওয়া যায়। এই পৃথিবীতে মুসলমানদের জান, মাল সম্পদ পুঞ্জিভ,ত ও স্ত,পিকৃত হয়ে থাকার জন্য নয়। বরং একদিক থেকে আয় হবে, অন্য দিক দিয়ে তা ব্যয় হতে থাকবে।

ইসলামী আন্দোলন অথবা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জান-মাল খরচের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনুল কারীমে যেখানেই জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই জান-মালের দানের কথা বলেছেন। জান-মালের কোরবানি ও উৎসর্গ ছাড়া এই পৃথিবীতে আল্লাহর দীন বা জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জিহাদের পূর্বশর্ত হিসেবে জানের পূর্বে মালের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া আল কোরআনে গরিবদের দান-খয়রাতের প্রতিও যথেষ্ট তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকেন আল্লাহর রাস্তায় জান-মল দ্বারা জিহাদ করা আবশ্যক। এই কথাটির সহজতর বিশ্লেষণ হবে এই যে, মুমিন মুসলমানগণ যখন সর্বাগ্রে মাল দৌলত ও সহায় সম্পদের মায়া-মহব্বত ত্যাগ করতে সমর্থ হবে, কেবল তখনই তারা আল্লাহর পথে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবে।

বস্তুত, মুমিন মুসলমানগণের উচিত কঠিন মসিবতের দিন আসার পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয় করা। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিজক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করো সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়, না কোনো বন্ধুত্ব এবং না কোনো সুপারিশ। আর অবিশ্বাসী কাফিররাই জালিম ও সীমালংঘনকারী।’ (সূরা বাকারাহ : আয়াত ২৫৪)। বাস্তব জীবনে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা পাশাপাশি অবস্থান করে।

এ জন্য উভয় অবস্থায়ই দানের হস্তকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। অবশ্যই আল্লাহপাক সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৩৪)।

নিজের যা প্রিয় বস্তু তা দান করাই শ্রেয়। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা কখনো পুন্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা হতে যা তোমরা ভালোবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।’ (সূরা আল ইমরান : আয়াত ৯২)। আসলে দান একটি শস্যবীজ দানার মতো।

এ বিশেষত্বটি আল কোরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে, ‘যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজ দানার মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশত দানা, অবশ্যই আল্লাহপাক যাকে চান তার জন্য বহুগুণ

বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহপাক প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারাহ : আয়াত ২৬১)। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার নিকট থাকে তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার অবশিষ্ট থাকুক, তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ, দেনা পরিশোধের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু রেখে বাকিটুকু আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবে।' (সহীহ বুখারী : ৮/৬৪৪৫)।

আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার অন্যতম বড় উপাদান হ'ল অর্থ-সম্পদ। মহান আল্লাহ জীবন ও রক্তের আগে সম্পদ উৎসর্গ করতে বলেছেন। কেননা জীবন চলে গেলে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার আর সুযোগ থাকে না। তাই রক্ত দেওথে জিহাদ কর' ওয়ার আগে মাল উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, انْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون، 'তোমরা বেরিয়ে পড় অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো' *(তওবা ৯/৪১)*। মুফাস্সিরগণ বলেন, জিহাদের জন্য জান-মাল উভয়ই উৎসর্গ করা আবশ্যক। কেননা অধিকাংশ সময় জিহাদের প্রস্তুতি নির্ভর করে আর্থিক প্রস্তুতির উপরে। সেকারণ আল্লাহর পথে জান বিসর্জন দেওয়ার আগে মাল বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন।যেমন তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পূর্বে তাদের মাল উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُم 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান ও যবান দ্বারা জিহাদ কর'।সুতরাং দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জীবন উৎসর্গের পাশাপাশি ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবূত করার জন্য মাল উৎসর্গের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কেননা জিহাদ অন্যান্য সরঞ্জামাদির মতো অর্থের উপরেও নির্ভরশীল। তাই আল্লাহর দ্বীনকে সহযোগিতার জন্য অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য।

আল্লাহর পথে সম্পদ উৎসর্গ করার আরেকটি উপায় হ'ল দান-ছাদাক্বাহ করা। ছাহাবায়ে কেরাম জান্নাত লাভের আশায় তাদের সহায়-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করেছেন। দানশীল ছাহাবীদের অন্যতম ছিলেন আবূ ত্বালহা (রাঃ)। তিনি মদীনার আনছারগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী 'বায়রুহা' নামক বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন।

কিন্তু আল্লাহ যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল করেন যে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيم- 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। এখানে পুণ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।[9]

তখন আবূ ত্বালহা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমি এটা আল্লাহর নামে ছাদাক্বাহ করে দিলাম। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بَخٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِح 'বাহ! এটা তো একটা লাভজনক সম্পদ, এটা তো একটা লাভজনক সম্পদ। অতঃপর সেই বাগানটি আবূ ত্বালহা (রাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হ'ল।অনুরূপভাবে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের জন্য আবূ দাহদাহ (রাঃ) একজন ইয়াতীমকে তার দামী বাগানটি দান করে দিয়েছিলেন।তাদের রচিত ত্যাগের ইতিহাস যুগ-যুগান্তরে জান্নাতপিয়াসী মুমিনদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মোট কথা, দান না করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে মোদেয়ার শামিল। মহান রাব্বুল আলামীন সতর্ক করে আল কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করো এবং নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৯৫)।

তবে, পরিবার-পরিজনদের জন্য খরচ করাটাও দানতুল্য। হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সর্বোত্তম দান হলো ওই দিনার, যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দিনারও উত্তম, যে দিনার জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত পশুর জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দিনারও উত্তম, যে দিনার জিহাদে অশংগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীগণের জন্য খরচ করে থাকে। (সহীহ মুসলিম : ২/৯৯৪)।

আর আল্লাহর পথে দান করলে তিনি তার প্রতিদান প্রদান করেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহপাক বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব।' (সহীহ বুখারী : ৭/৫৩৫২)।

তাবিয়ীন ও পূর্বসূরিদের রমজানের দানের বৈশিষ্ট্য ও আমলগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া: তাঁরা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্য রোজাদারকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইবনে উমর (রা.) মিসকিন ছাড়া ইফতার করতেন না এবং নিজে অভুক্ত থেকে অপরকে খাবার দিতেন।
- গোপন দান: তাঁরা প্রকাশ্যে দানের চেয়ে গোপনে দান করা বেশি পছন্দ করতেন, যেন গ্রহীতা বিব্রত না হন এবং লোক দেখানো ইবাদত থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- ইফতার করানো: যেকোনো রোজাদারকে ইফতার করানোকে তাঁরা মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে দেখতেন।
- আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার: দান ও হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা সবার আগে দরিদ্র আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দিতেন

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কোন ছাদাক্বার ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার ছাদাক্বাহ করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। ছাদাক্বাহ করতে এ পর্যন্ত বিলম্ব করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে

দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে। দানের মাধ্যমে গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ করা হচ্ছে এমনটি নয় কখনো; বরং তার প্রাপ্য ও অধিকার__

সূরা marij আয়াত ২৪: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم

অর্থ: এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে,

আয়াত ২৫: لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم

অর্থ: যাঞ্চাকারী (ভিক্ষুক) এবং বঞ্চিত (অভাবী কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না) সবার জন্যই.

এই আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকৃত মুমিনরা তাদের উপার্জিত সম্পদে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার মনে করে না; বরং তাতে তারা গরিব, দুঃখী এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ বা হক নির্ধারণ করে রাখে। এখানে দুটি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে:

১. সায়েল (السائل): যারা নিজেদের অভাবের কথা মানুষের কাছে বলে সাহায্য প্রার্থনা করে।

২. মাহরুম (المحروم): যারা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে হাত পাতে না, নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষা করে এবং বঞ্চিত থাকে।

পবিত্র কোরআনের ৭৪ নম্বর সূরা 'আল-মুদ্দাসসির'-এর ৪২ এবং ৪৩ নম্বর আয়াতে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

- আয়াত ৪২:
  (আরবি) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
  অর্থ: "কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাল?"
- আয়াত ৪৩:
  (আরবি) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
  অর্থ: "তারা বলবে, 'আমরা সালাত (নামায) আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।"

জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের কাছে জানতে চাইবে যে, কোন অপরাধের কারণে তারা এই ভয়ানক আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। এর জবাবে অপরাধীরা বলবে, তারা পৃথিবীতে সালাত আদায় করত না এবং অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের খাবার দিত না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে সালাত ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্পষ্ট করা হয়েছে।